

অনলাইন নিউজ পোর্টাল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Home > Must-Read News > Alipurduar | বিজ্ঞান গবেষণায় স্বীকৃতি, আইএএস বেছে নিল আলিপুরদুয়ারের স্বল্পকে

Must-Read News | রাজ্য | উত্তরবঙ্গ | আলিপুরদুয়ার

Alipurduar | বিজ্ঞান গবেষণায় স্বীকৃতি, আইএএস বেছে নিল আলিপুরদুয়ারের স্বল্পকে

Uploaded By Sushmita Ghosh | July 13, 2024

561 0



রাজু সাহা, শামুকতলা: কৃত্রিম মেধা নিয়ে গবেষণার সূত্রে ইতিমধ্যেই তাঁর বেশ সুনাম ছড়িয়েছে। আলিপুরদুয়ার (Alipurduar) সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডঃ স্বল্পকুমার রায়কে এবারে ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস, বেঙ্গালুরুর (আইএএস) (IAS) উদ্যোগে আয়োজিত 'ইয়ং অ্যাসোসিয়েট-২০২৪ (ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি)'-এর জন্য বেছে নেওয়া হল। এই উদ্যোগে গোটা দেশ থেকে ২৬ জন তরুণ গবেষককে বেছে নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal) থেকে একা স্বল্পই এবারে এতে সুযোগ পেয়েছেন। স্বীকৃতি তো বটেই, স্বল্প যাতে নিজের গবেষণাকে আরও নিবিড়ভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেজন্য আইএএসের তরফে তাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হবে।



তরুণ এই গবেষক মা প্রমীলা দেবীকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার শহরে থাকেন। ছোট থেকেই স্বল্প প্রচণ্ডই মেধাবী। জিৎপুর উচ্চমাধ্যমিক স্কুল থেকে মাধ্যমিকের পর ম্যাক উইলিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বিটেক ও এমটেক করার পর কম্পিউটার ভিশন ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে পিএইচডি। জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। গবেষণামূলক কাজের পাশাপাশি তাঁর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারি একটি প্রকল্পের কাজ চলছে। রাজ্য সরকারে একটি প্রকল্পের কাজও করেছেন। পর পর দু'বার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাকাডেমি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং টিচার ফেলোশিপ পেয়েছেন। সম্প্রতি তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি থেকে ইয়ং ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট পুরস্কারও পেয়েছেন। ইতিমধ্যে এডিক্স ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিস্ট র‍্যাংকিং ২০২৪-এ নিজের জায়গাও তৈরি করেছেন।

নিজের সমস্ত কৃতিত্বের জন্য স্বল্প তাঁর অধ্যাপক ড: বিএস দয়াসাগর, ড:বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী, ড:সুস্মিতা মিত্রদের যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সৌরীশ সান্যাল বললেন, ‘ডঃ স্বল্পকুমার রায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আরও বিস্তৃত কাজের সুযোগ পাওয়ায় আমরা প্রচণ্ডভাবে আনন্দিত।’ স্বল্পকুমার রায়ের মা প্রমীলা দেবী বলেন, ‘ছেলে যেভাবে নিজের কাজটাকে ভালোবেসে গবেষণার কাজে পরিশ্রম করে চলেছে, আমি মা হয়ে চাইব ও যেন আরও উন্নতি করতে পারে’। তাঁর আক্ষেপ ‘ওর বাবা থাকলে খুব খুশি হতেন’।